International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 250-256
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.218

জাতিসত্তা ও রাজনীতির আলোকে উত্তরবঙ্গ: প্রসঙ্গ গোর্খাল্যান্ড

সব্যসাচী পৈলান
গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
সামিম আখতার
গবেষক, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড়, উত্তর প্রদেশ, ভারত
সুস্মিতা মন্ডল
গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 15.02.2026; Accepted: 09.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

India's multi-ethnic federal democratic framework, characterized by diverse castes, religions, languages, and ethnic groups, frequently gives rise to tensions rooted in identity assertions and demands for self-determination or autonomy. In recent decades, ethnic identity has emerged as a central issue in Indian politics, with parties increasingly leveraging these sentiments for electoral gains. This dynamic is particularly evident in West Bengal, where the predominantly Bengali population dominates the state's socio-political and economic spheres, marginalizing non-Bengali groups. The Darjeeling hills, home to the Nepali-speaking Gorkha community, exemplify this friction. Since the 1980s, the Gorkhas have agitated for a separate state of Gorkhaland, fearing cultural assimilation and seeking greater autonomy and recognition. The movement, with roots dating back to early 20th-century demands for administrative separation (as early as 1907–1909), intensified under leaders like Subhash Ghisingh and the Gorkha National Liberation Front (GNLF) in the 1980s, leading to violent protests. Subsequent phases saw the formation of the Gorkha Janmukti Morcha (GJM) in 2007, renewed agitations, and partial concessions such as the Darjeeling Gorkha Hill Council (1988) and the Gorkhaland Territorial Administration (GTA) in 2011. Despite these arrangements, the core demand for full statehood persists, often reignited during elections and used by various regional parties as a tool for political mobilization rather than genuine resolution. This ongoing Gorkhaland struggle highlights the broader challenges of balancing ethnic aspirations with national integration in India's pluralistic democracy, where identity politics continues to shape regional autonomy demands.

Key Words: Ethnicity, Electoral Politics, Gorkhaland, Statehood, West Bengal

ভূমিকা:

বহু-জাতিক যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর কারণে বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। এই ভারত ভূমি অসংখ্য জাতি, উপ-জাতি, ধর্মভিত্তিক এবং ভাষাগত গোষ্ঠীর সমাহার। কিন্তু কিছু গোষ্ঠী নিজেদের পরিচয়কে জাতীয় স্তরে নিয়ে যেতে এবং নিজেদের স্ব-নিয়ন্ত্রনের দাবিতে অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছে, যা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। এই সকল গোষ্ঠীগুলির একটি নিজস্ব

স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও জাতিগত পরিচয় রয়েছে। এই জাতিগত পরিচয় হারিয়ে ফেলার ভয়ই তাদেরকে পরিচিতির (Identity) রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পথকে প্রশস্ত করেছে। এর ফলে তারা নিজেদেরকে অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির তুলনায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অধীনস্থ মনে করে। তারা বিশ্বাস করে যে তারা সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের দ্বারা নিপীড়িত। সমাজের প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের নির্মম চাকার নীচে যাতে তাদের সংস্কৃতি চূর্ণ না হয়ে যায় সে বিষয়ে তারা সচেতন হয়ে উঠেছে। এসব কারণে তারা অত্যন্ত জাতি-কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে এবং তাদের সংস্কৃতির স্বতন্ত্র বৈচিত্র্যগুলিকে আঁকড়ে ধরেছে। এটা উপেক্ষা করা যায় না যে, জাতিগত পরিচয় ভারতের রাজনীতির আঙিনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই মূলনিবাসী মানুষের জাতি সচেতনতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যা তাদের জাতিগত পরিচয় রাজনীতি থেকে ক্রমশ স্বায়ত্বশাসনের দিকে ধাবিত করেছে। রাজনৈতিক দলগুলিও তাদের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়েছে এবং তাদের আন্দোলন গুলিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। ভারতে জাতিগত আন্দোলন খুবই জটিল, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একটি পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে যে প্রধান দুটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, সেই দুটি হল- গোর্খাল্যান্ড ও কামতাপুর আন্দোলন। আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত গোর্খা জাতিসত্তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন ও তার সাথে যুক্ত গতিশীল রাজনীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গে একটি বৃহৎ অংশে গোর্খা সম্প্রদায়ের বসবাস। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে সাধারণত বাঙালিরাই পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে রাজ্যের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে, যা গোর্খাদের মধ্যে অনেক অস্থিরতা ও ঘৃণার জন্ম দেয়। যার ফলস্বরূপ উত্তরবঙ্গে ১৯৮০-এর দশক থেকে আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই সময় গোর্খারা মনে করে যে, স্বাধীন 'গোর্খাল্যান্ড' কেবল একটি আন্দোলন নয় এটি তাদের নিজেদের রাজনৈতিকীকরণের অন্যতম একটি মাধ্যম। তাদের এই রাজনৈতিকীকরণের ফলে পাহাড়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়েছে, যারা উত্তরবঙ্গে (গোর্খাল্যান্ড) পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি করেছে। তবে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জাতীয় ও প্রাদেশিক রাজনৈতিক দল এই গোর্খাল্যান্ড সমস্যাকে কেবল তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এবং নির্বাচনে জয়লাভের বাহন হিসেবে ব্যবহার করে চলেছে।

গোর্খা জনজাতি:

ঐতিহাসিকভাবে, 'গুর্খা' এবং 'গোর্খালি' শব্দ দুটি 'নেপালি' শব্দের সমার্থক, যা পাহাড়ি রাজ্য গোর্খা রাজ্য (Gorkha Kingdom) নামক থেকে উদ্ভূত, যেখান থেকে পৃথ্বী নারায়ণ শাহের নেতৃত্বে নেপাল রাজ্যের বিস্তার ঘটেছিল। নামটির উৎস মধ্যযুগীয় হিন্দু যোদ্ধা-সন্ত গুরু গোরক্ষনাথের নাম থেকে আসতে পারে। (Khattri, 2020) গোর্খারা মূলত জন্মসূত্রে নেপালি। ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ ভারত যখন নেপাল থেকে এই ভূমি অধিগ্রহণ করে, তখন তাদের সিকিমের (তখন দার্জিলিং সিকিমের অংশ ছিল) পাহাড়ি অঞ্চলে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়। তারপর ধীরে ধীরে গোর্খাদের আগমন ঘটতে থাকে এবং এখানে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলায় প্রায় ১০ লক্ষ নেপালি ভাষাভাষী রয়েছে এবং ডুয়ার্স অঞ্চলে আরও প্রায় ৪ লক্ষ, যা মোট জনসংখ্যার ৯০%।

গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন:

এমনিতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ তথা বৃহৎ শক্তির সম্পর্কে সংখ্যালঘু তথা দুর্বল শ্রেণির একটা আতঙ্ক ও হীনমন্যতা কাজ করে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে বাঙালিরা এই রাজ্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এতে গোর্খাদের মধ্যে

সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার সাথে সাথে বাঙালি বিদ্বেষী মনোভাব জন্ম নেয়। তবে কোনো ঘটনাই হঠাৎ ঘটে না, সমস্ত ঘটনার পিছনে একটা নির্দিষ্ট কারণ বর্তমান। সেই কারন বিশ্লেষণ না করে করে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনকে কেবলই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে দাগিয়ে দিয়ে তার সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। পাহাড়ি জনজাতিরা সভ্যতা ও মানসিক স্তরের প্রশ্নে বাঙালিদের তুলনায় পিছিয়ে আছে, বাঙালি তথা কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মনে এই অহংবোধ উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের ফাটল তৈরি করেছিল। বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের আঙিনায় পাহাড়ি জনজাতি দারোয়ান বা চাকরের স্তর ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে পারেনি। দার্জিলিং ইংরেজ শাসকদের শৈল নিবাসে রূপান্তরিত হবার পর সাহেবরা তাদের সন্তানসন্ততির জন্য যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ধনী বাঙালিরাও তাদের সন্তানদের পাঠাতে শুরু করেছিল। স্থানীয় নেপালিদের সেই সমস্ত সাহেবী স্কুলে তাদের সন্তানদের ভর্তি করার সামর্থ ছিল না। এর ফলেও তৈরি হচ্ছিল নেপালি ও বাঙালিদের মধ্যে একটা মানসিক ব্যবধান। এখানে আগত সেই বাঙালি ছাত্রছাত্রীদের সাহেবী আচরণ তাদের পিতা মাতার এখানে এসে খরচের বাহুল্য এবং স্থানীয় জনগণের প্রতি অবজ্ঞাসূচক আচরণ তৈরি করত বাঙালিদের সম্পর্কে এক ভুল ধারণা ও বৈষম্যজনিত অভিমান। মনে হত বাঙালিরা যেন এক ধনী গর্বিত জাতি। এরা এখানে এসে তাদের প্রাপ্য অধিকারগুলি দখল করে নিচ্ছে। এমনকি ১৯৫৮ সালে কেবলমাত্র বাংলা ভাষাকেই রাজ্যের সরকারি ও প্রশাসনিক ভাষা রূপে গ্রহণের প্রস্তাব নেওয়ার সময় এবং ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ- এ সমস্ত স্কুলে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করার সময়ও ভাবা হয়নি পার্বত্য জনজাতি সহ এই রাজ্যের এই উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যার ভাষা বাংলা নয়।

ঔপনিবেশিক সময় থেকেই গোর্খাল্যান্ডের দাবি উঠলেও তা মূলত ১৯৬০-এর দশকে গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের (GNLF) নেতৃত্বে জোরালো হয়ে ওঠে। যার ফলে ১৯৮০-এর দশকে প্রথম দার্জিলিং ও তার আশেপাশের গোর্খা-অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবিতে গণ আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে সুবাষ ঘিসিং-এর নেতৃত্বাধীন গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ নেয়, যাতে পাহাড়ে ৪৩ দিনে ১২০০ জনের মৃত্যু হয়। এই হিংসাত্মক আন্দোলনের ফলে কিছুটা হলেও পাহাড়ে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য ১৯৮৮ সালে দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল গঠিত হয়। এই পরিষদ গঠনের মাধ্যমে ক্ষণকালের জন্য পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি চাপা পরে গেলেও ২০০৭ সালে বিমল গুরুং-এর নেতৃত্বাধীন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (GJM) গঠনের পর আন্দোলনটি পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু ২০০৯ সালে বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় আন্দোলনের গতি কমে যায়।

২০১৩ সালের ৩০ জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে তেলেঙ্গানাকে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে পৃথক রাজ্য হিসেবে গঠনের সুপারিশ পাশ হলে উত্তরবঙ্গে আবার নতুন করে আন্দোলন শুরু হয় একমতভাবে করে। গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে ধর্মঘট শুরু হয়। ১৬ আগস্ট গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা এবং অন্যান্য সংগঠনগুলি গোর্খাল্যান্ড জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি (GJAC) গঠন করে এবং ধর্মঘট অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়, একইসাথে তারা পৃথক রাজ্য গঠনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের দাবি জানায়। ১৬ আগস্টের পরও তারা জাতীয় সড়কে কালো ফিতা বেঁধে, 'মশাল মিছিল' এবং বিশাল মানবশৃঙ্খলা গঠন করে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই আন্দোলন গতি হারিয়ে ফেলে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায়।

২০১৭ সালে ১৬ মে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের সকল স্কুলে বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে ঘোষণা করলে আন্দোলন আবার হিংসাত্মক রূপ নেয়। রাজ্য সরকারের পুলিশি অভিযানের পরেও ১০৪ দিনের ধর্মঘটের পর পাহাড়ের পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। গুরুং এবং তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহসহ

একাধিক ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়। এই গণ অভ্যুত্থানের পর গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আর কোনো বৃহৎ আন্দোলন সংগঠিত হয়নি।

রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে গোর্খাল্যান্ড:

ভারতের মতো বহুদলীয় গনতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলি শাসন ক্ষমতা দখলের জন্য প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের(লোকসভা বা বিধানসভা) পূর্বে বেশ কিছু নিজস্ব নির্বাচনী কৌশল অবলম্বন করে থাকে। একইসাথে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীগুলি তাদের নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ বা দাবি পূরনের জন্য এই নির্বাচন গুলিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। সেক্ষেত্রে কখনও কখনো তারা নিজেরা রাজনৈতিক দল গঠন করে সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে আবার কখনো কখনো তারা কোনো জাতীয় বা প্রাদেশিক রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্বাচনে সমর্থন জানায়। এরকমই একটি সমস্যা হল গোর্খাল্যান্ড সমস্যা। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে জয় লাভের আশায় গোর্খাল্যান্ডের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জয়ী হয়েছে। আবার জাতীয় দলগুলি গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে জনসমর্থন পাওয়া আঞ্চলিক দলগুলির সমর্থন নিয়ে তাদের সুবিধামতো ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নির্বাচনের পরবর্তী পর্যায়ে তার কোন সুফল মেলেনি। সর্বপ্রথম ব্রিটিশরাই গোর্খাল্যান্ডকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় বাঙালি বিপ্লবীদের কার্যকলাপে ব্রিটিশ সরকার অস্থির হয়ে পড়েছিল। তাই তারা গোর্খাদের সাহায্য নিয়ে এই এলাকা থেকে বাঙালিদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিল। ফলে ১৯০৬ সালে দার্জিলিং হিলমেনস্ অ্যাসোসিয়েশন (Hillmen's Association of Darjeeling) মিন্টো-মর্লি সংস্কার কমিটির কাছে পৃথক দার্জিলিং রাজ্য গঠনের দাবিতে একটি স্মারকলিপি জমা দেয়। পাহাড়ের প্রথম রাজনৈতিক দল হিসাবে অখিল ভারতীয় গুর্খা লীগের আত্মাপ্রকাশ হয় ১৯৪৩ সালে,যার মূল উদ্দেশ্য ছিল গোর্খাদের অর্থনৈতিক অধিকার ও পরিচিতি (Identity) রক্ষা করা। গোর্খাল্যান্ডের দাবি জোরালো হয়ে ওঠে ১৯৬০- এর দশকে গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের নেতৃত্বে। এই সময় তাদের সহিংস ও বর্বর আন্দোলনের ফলে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮৬ সালের ২২ আগস্ট দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (DGHC) গঠন করতে বাধ্য হয়। সুভাষ ঘিসিং চেয়ারম্যান হন এবং স্বায়ত্তশাসনের নামে স্বৈরাচারী শাসন শুরু করেন। অন্যদিকে, বামফ্রন্ট সরকার রাজনৈতিক স্বার্থে তা চুপচাপ মেনে নিতে থাকে। ২০০৭ সালে বিমল গুরুং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (GJM) গঠন করে গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং পাহাড়ে ধর্মঘট ও আন্দোলন শুরু করেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য গোর্খাল্যান্ড সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনায় বসেন কিন্তু বাংলা ভাগের দাবিকে সমর্থন স্বীকার না করার ফলে আলোচনা ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ বাংলা না ভেঙে গোর্খাল্যান্ড সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় বামফ্রন্ট সরকার সফল হয়নি। পরবর্তীতে গোর্খাল্যান্ড সমস্যা ব্যাপকভাবে নির্বাচনী রাজনীতির অংশ হয়ে ওঠে। ২০০৯ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বি.জে.পি ঘোষণা করে যে তারা পৃথক রাজ্য গঠনের দাবীকে সমর্থন করে এবং আশ্বাস দেয় যে তারা সরকার গঠন করলে গোর্খাল্যান্ড ও তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠন করবে। ফলে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা বিজেপিকে সমর্থন করে এবং যশবন্ত সিনহা দার্জিলিং লোকসভা আসনে জয়ী হন। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে অখিল ভারতীয় গুর্খা লীগের নেতা মদন তামাং-এর হত্যাকাণ্ড পাহাড়ে নতুন করে হিংস্রতার বাতাবরণ তৈরি করে। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বাম সরকারের কঠোর পদক্ষেপ গোর্খাদের সঙ্গে সরকারের দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করলে পাহাড়ের সমস্যা সমাধান করবেন। নির্বাচনে দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং- এ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা প্রার্থীরা এবং ডুয়ার্সের কালচিনি কেন্দ্রে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা- সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়ী হন। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সরকার গঠনের পর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে

দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (DGHC)-এর পরিবর্তে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (GTA) গঠন করেন। ২০১৩ সালের জুলাই মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পরিস্থিতি বদলে যায়। গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে পাহাড়ে নতুন করে ধর্মঘট ও আন্দোলন শুরু হয়। ১৬ আগস্ট পাহাড়ের সব রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে গোর্খাল্যান্ড জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি (GJAC) গঠন করে এবং কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের দাবি জানায়। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পুনরায় বি.জে.পি দল ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা- এর সমর্থন পায় এবং এস.এস. আহলুওয়ালিয়া দার্জিলিং লোকসভা আসনে জয়ী হন। ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সব স্কুলে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে; যার ফলে বিভাজনের রাজনীতি নতুন রূপ নেয়। এই পরিস্থিতিতে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার গুরুং গোষ্ঠী বিজেপির রাজু বিস্তকে সমর্থন করে এবং ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের অমর সিং রাই- এর বিরুদ্ধে বিপুল জয়লাভ করে। আত্মাগোপনরত অবস্থাতেই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অভিনন্দন জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যে নতুন সরকার গোর্খাল্যান্ডের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করবে। ২০২০ সালের ১২ জুলাই- এ দার্জিলিং সাংসদ রাজু বিস্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে 'গোর্খাল্যান্ড'বিষয়ে একটি চিঠি লেখেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রত্যুত্তর চিঠিতেও 'গোর্খাল্যান্ড' বিষয়টি উল্লেখ ছিল। রাজু বিস্ত যখন লোকসভায় পৃথক গোর্খাল্যান্ড দাবির পুনরুত্থান করেন, তখন দিলীপ ঘোষ, লকেট চট্টোপাধ্যায় সহ বাংলার অন্যান্য বিজেপি সাংসদরা তাঁকে সমর্থন করেন। তার কিছুদিন পরই ৭ অক্টোবর কেন্দ্রীয়ি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোর্খাল্যান্ড-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চাকে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান। এর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে AICC সদস্য ও কংগ্রেস বিধায়ক শঙ্কর মালাকার বলেন, "বিজেপি বাংলায় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে। এই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আমন্ত্রণই স্পষ্ট করে যে বিজেপির উদ্দেশ্য হল বাংলা ভাগ করে পাহাড়ের মানুষকে গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের অহেতুক দাবি পুরন করা। কিন্তু আমরা বাংলা ভাগের যেকোনো প্রচেষ্টার বিরোধিতা করব।" দার্জিলিং জেলার শীর্ষ বামফ্রন্ট নেতা জে. সরকার বলেন, "বিজেপি সবসময় নির্বাচনের আগে পাহাড়ের বিষয় নিয়ে হঠাৎ করে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং 'গোর্খাল্যান্ড' বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে উস্কানি দিতে থাকে।" ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রাতিনিধিরা উপস্থিত থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল না। বৈঠকের পর জি.টি.এ- র প্রাক্তন সহ-সভাপতি লামা জানান যে ওই আলোচনায় কোন সমাধানের পথ বের হয়নি। জি.টি.এ নিয়েও আলোচনা ব্যর্থ হয় এবং তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককের কাছে স্থায়ী সমাধান পথ হিসেবে বিজেপির নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুত রক্ষায় জন্য গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠনের দাবি জানিয়েছে। রাজ্যের অ-বিজেপি দলগুলি কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের উপর অভিযোগ তোলে যে তারা বিধানসভা নির্বাচনের আগে গোর্খাল্যান্ডের দাবি নিয়ে জল্পনা সৃষ্টি করছে এবং রাজনৈতিক স্বার্থে আগুন নিয়ে খেলছে। বিজেপি অবশ্য অভিযোগগুলিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয় এবং জানায় যে কেন্দ্রীয় সরকার শুধু রাজনৈতিক সংকটের স্থায়ী সমাধান চায়। কিন্তু পরবর্তীতে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যায়। নির্বাচনী প্রচারে রাজ্য বিজেপি পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবি প্রত্যাখ্যান করে। লোকসভায় যে সব নেতারা গোর্খাল্যান্ডের দাবি সমর্থন করে টেবিল চাপড়েছিলেন, তারা এই সময় গোর্খাল্যান্ড দাবির বিরোধিতা করে প্রচার করতে থাকেন। অন্যদিকে বিমল গুরুং এন ডি এ ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে বলেন, "আমি মমতা ব্যানার্জিকেই পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাই।" যার ফলে রাষ্ট্রদ্রোহী বিমল গুরুং এর নাম সিআইডি-র চার্জশিট থেকে বাদ পরার সাথে সাথে গোর্খাল্যান্ডের দাবিও চাপা পরে যায়।

উপসংহার:

জাতিগত আন্দোলনগুলি সাধারণত স্থানীয় অভিজাতদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থানীয় বাণিজ্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য তারা নিপীড়ক জাতির অভিজাতদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ফলে তাদের মধ্যে সবসময় একটা স্ব-নিয়ন্ত্রণের দাবি কাজ করে। যদিও গোর্খাল্যান্ডের দাবির উৎপত্তি জাতিগত ও সাংস্কৃতিক ভাবে হলেও, পরবর্তীতে তা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক রূপ নেয়। পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলেরও উৎপত্তি ঘটে। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক রাজনৈতিক দলগুলিও নির্বাচনে জয়ের আশায় কখনও গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে সমর্থন করেছে আবার কখনও তার বিরধিতা করেছে। যদিও বিজেপি ২০০৯-২০১৯ সালের তিনটি লোকসভা নির্বাচনে গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে সমর্থন করলেও, তারা গোর্খাল্যান্ড সমসার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে ২০২১ সালে পশিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে গোর্খাল্যান্ড দাবির বিরোধিতা করে। কারণ বাংলা বিভাজনকে সমর্থন করে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। তৃনমূল কংগ্রেসও ঠিক একইভাবে সরকার গঠনের পূর্বে এই দাবির সমর্থন করে এসেছিল, কিন্তু সরকার গঠনের পর তাদের এই দাবি অনর্থক বলে মনে হয়েছে। অর্থাৎ, গোর্খাল্যান্ডের সমর্থন বিরোধী দলের কেবল রাজনৈতিক স্বার্থ ছাড়া আর কিছু নয়। উত্তরবঙ্গে গরে ওঠা এই পাহাড়ি জনসত্তা বোধকে যদি সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে এই ভাবে জনগোষ্ঠীর বিভেদের বিষপাত্রে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে তা কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করে নানা সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্বের জন্ম দিতে পারে। অন্যদিকে, গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনে গোর্খা শীর্ষ নেতাদের স্বত:স্ফূর্তটা সাধারণ গোর্খা মানুষের চেয়ে অধিক পরিলক্ষিত হয়েছে। যা পাহাড়ের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের অভিলাষ ছাড়া আর কিছু নয়। অন্যদিকে, গোর্খা জনজাতির প্রশ্নে অভিজাত বাঙালি মনোভাব ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খামখেয়ালী আচরণ গোর্খাদের মনে একরকম বিদ্বেষের সৃষ্টি করেছে। সুতরাং, গোর্খাদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সহ বাঙালি জাতির সহানভুতিশীল মনোভাবের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে অর্থনৈতিক বিষয়ে, উন্নয়নের প্রসঙ্গে। সেক্ষেত্রে রাজনীতিকে হাতিয়ার করা যেতে পারে, কিন্তু বিছিন্নতা বা বিভাজন তার সমাধান নয়। তা উত্তর-পূর্ব ভারতের জাতি ভিত্তিক রাজ্যগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। একবিংশ শতকে অবাধ বিশ্বায়নের প্রভাবে যেখানে জাতি-রাষ্ট্রের গুরুত্ব দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে, সেখানে সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রে যেকোন ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীকে বহু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হতে হচ্ছে। এই সময় জাতি-সত্তা ও সংস্কৃতি রক্ষার মূল উপায় হল দৈনন্দিন জীবনে নিজ সংস্কৃতির চর্চা করা, অন্য সংস্কৃতির মানুষের সাথে বিরোধ করা নয়। আধুনিকতার প্রভাবে স্থানীয় সমাজে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং এর প্রভাব গোর্খাদের মধ্যে অধিক। কিন্তু তাদের দৈনন্দিন জীবনে বাঙালী সংস্কৃতির প্রভাব তেমন ভাবে পরিলক্ষিত হয় না। এই পরিস্থিতিতে জাতি ভিত্তিতে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবির বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

পরিশেষে, একটা কথা বলতেই হয় যে উত্তরবঙ্গে 'গোর্খাল্যান্ড' গঠিত না হওয়া পর্যন্ত যে কোন সময় গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। কারণ এই আন্দোলনের বীজ নিহিত রয়েছে গোর্খা জাতিসত্তার মধ্যে। যদি কোন ঘটনা গোর্খাদের জাতিসত্তায় আঘাত করে তাহলে আবার নতুন রূপে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন সক্রিয় হতে পারে।

Bibliography:

১. Lama, Mahendra P. (ed.). 1996. Gorkhaland Movement: Quest for an Identity. Darjeeling: Department of Information and Cultural Affairs, Darjeeling Gorkha Hill Council.

২. Ghosh, Aritra, Dr. Samita Manna, and Rimi Sarkar. Ethnic Identity and Political Mobilization: A Case Study of Gorkha Movements. ResearchGate (2012). Print.

৩. "1." Gorkhaland Agitation: The Issues. Kolkata: Director of Information, Government of West. Print.

৪. Khattri, N.B. (2020). Gorkhali, Gurkhas# Gorkha. Research Gate.

৫. Sarkar, Debasis. "Home Ministry's Meeting Notice on 'Gorkhaland' Pushing Separate Statehood Movement Warmth Upward in Darjeeling Hills." The Economic Times. Economic Times, 05 Oct. 2020. Web. 14 Feb. 2021.

৬. "History of Darjeeling." History of Darjeeling | Darjeeling District, Government of West Bengal India. Web. 14 Feb. 2021.

৭. Pti. "Bimal Gurung Hopes New Modi Govt Will Look into Gorkhaland Demand." Zee News. Zee News, 24 May 2019. Web. 14 Feb. 2021.

৮. Sarkar, Debasis. "Home Ministry's Meeting Notice on 'Gorkhaland Pushing Separate Statehood Movement Warmth Upward in Darjeeling Hills." The Economic Times. Economic Times, 05 Oct. 2020. Web. 14 Feb. 2021.

৯. Bureau, ET. "GJM Meets MoS Reddy, Demands Separate Gorkhaland State." The Economic Times. Economic Times, 07 Oct. 2020. Web. 14 Feb. 2021.

১০. Correspondent, Special. "GJM Demands Formation of Gorkhaland State." The Hindu. The Hindu, 07 Oct. 2020. Web. 14 Feb. 2021.

১১. Desk, Web. "Playing with Fire': Gorkhaland Politics Makes a Comeback in West Bengal, Ahead of State Polls." The Week. The Week, 08 Oct. 2020. Web. 14 Feb. 2021.

১২. উই ওয়ান্ট গোর্খাল্যান্ড, ৩ বছর পরেও দাবিতে অনড় গুরুং, Aaj Tak বাংলা Web. 14 Feb. 2021.